বঙ্গবীর চরিত।

প্রথম সংখ্যা।

রামদাস বাবু।

" বাহুবলং নচ অন্যবলং। "

—※—

" ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বীরে, কে জানিত বৃকোদরে,
যদি ব্যাস না বর্ণিত গানে ! "

শ্রীরাজ রাজেন্দ্র চন্দ্র প্রণীত।

শ্রীবাটী চিত্তরঞ্জিনী সাহিত্য সভা।

কলিকাতা।

১২৮৮।

প্রণয়োপহার।

সুহৃদ প্রধান !

শ্রীমান রামকমল বন্দ্যোপাধ্যায়,

প্রীতি সন্নিধানেষু।

ভাই রামকমল ! পিতার বীর কীর্ত্তি মুদ্রিত করিয়া তোমার হস্তে দিব বাসনা ছিল, ছয় বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা হইতেই পত্রে ইহার সূচনা করি ; মধ্যে পাঁচ বর্ষের যত ঘটনা বিদিত আছ। এক্ষণে এই “ বঙ্গবীর চরিত ” ভারত গৌরব আখ্যান প্রচারিত হইল। ইহাতে কি আমাদের একটী অপবাদ বিমোচিত হইয়া কাহারও মনে আত্মগৌরব উদিত হইবে না ? অন্ততঃ তুমি পিতৃবৎসলতাগুণে এই উদ্যমে আমার সহিত যোগদান করিয়া চির সৌহার্দ্দের পরিবর্দ্ধণ করিবে ইতি।

শ্রীবাটী।
চিঃ রঃ সাহিত্য সভা।
১লা জৈষ্ঠ ১২৮৮।

ত্বদীয় অকৃত্রিম,
শ্রীরাজ রাজেন্দ্র চন্দ্র।

বঙ্গবীর চরিত।

প্রথম সংখ্যা।

রাম দাস বাবু।

‘বাহুবলং নচ অন্যদ্বলং’

অবতরণিকা—অনেকের বিশ্বাস আছে যে বাঙ্গালি জাতি মাত্রেই বলহীন, তন্নিবন্ধন তাহারা সুচির-কাল পরাধীনতাব নিগড়ে আবদ্ধ থাকিবে; বস্তুত বালক প্রায় অন্য জাতিব কথা ছাড়িয়া দেও—উহাদের শ্রীমুখে তো স্বতঃ পরতঃ ওরূপ কথা শুনিয়া অবিবত জ্বালাতন হইতেছি। তদ্ব্যতীত আর এক সম্প্রদায বাঙ্গালীকে ভীরুতা দুর্ব্বলতার অগাধ সমুদ্রে নিমজ্জন করে, এই সাধারণ ভ্রান্তিমূলক অপবাদ বিমোচনের উপায় কি?

সত্য বটে বাঙ্গালির মধ্যে এ পর্য্যন্ত কোন ভীমার্জ্জুন জন্মে নাই কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহারা একেবারেই বলহীন? বাঙ্গালির মধ্যে কি অমিত পরাক্রম বা অমানুসিক বলবান জন্মে নাই? বৈদেশীক সমর কৌশলী আলেক্‌জাণ্ডার বা নেপোলিয়নের ন্যায ইহারা জগতের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত না হউক, বাঙ্গালি বলবত্তার কি অন্য প্রমাণ সমর্থন হয় না? কেন হইবে না? আমি উদ্গ্রীব হইয়া নির্ম্মুক্ত কণ্ঠে

প্রচার করিব এবং দেখাইব যে আমাদেব সেই আশা পূর্ণ গৌরব খপুষ্পবৎ অলীক নহে। প্রত্যুতঃ অন্ধ বিজাতীয় ধিকারের প্রতিসেধক। সত্য বটে আজি পর্য্যন্ত বাঙ্গালিব বাহুবল দ্বারা কোন ঐতিহাসিক স্থায়ী কীর্ত্তি সংঘটিত হয় নাই; কিন্তু জিজ্ঞাসা কবি ইতিহাস লিখিবে কে? এবং লিখিলেও তাহার গুণগ্রাহী হইযা পাঠ কবে কে? এই পূর্ব্ব গৌরব বিস্মৃত আস্থাদর পরিশূন্য আট কোটি বাঙ্গালি আজি পঞ্চাশতাধিক বর্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষা উপদেশে দিন দিন নিতান্তই পবপ্রেক্ষা হইতেছে।

আধুনিক অধিকাংশ নব্য গণ সামান্য ইংবাজি শিখিযাই রোমান বর্ণ মালা ব্যতীত কিছুই পাঠ্য নহে স্থির করিযাছে। জাতীয় ভাষার উন্নতিব সহিত জাতীয উন্নতি একতন্ত্র সূত্রে চির নিবদ্ধ, ইহা কাহারও চিত্ত ক্ষেত্রে উদিত হয়না, দেশ হিতৈষি মাত্রেরই এই অনর্থকর ভ্রান্তি নিবসনের উপায সর্ব্বাগ্রে দেখা কর্ত্তব্য। যাহারা আবাল্য ত্রিংশৎ বর্ষ দুঃসহ দেহ নিপাতক মানসিক চিন্তায় নিপীড়িত, যাঁহারা কল্পিত উপন্যাস রাশির আশ্রিত হইযাই জীবনাতিপাত করেন, পব জাতি প্ররোচনে জগত প্রান্তস্থিত গ্রীন লণ্ডের উপবন বৃক্ষেব সংখ্যা, পথ ঘাটাদিব বিবরণ নিরর্থক কণ্ঠস্থ রাখিতেছেন আমরা তাঁহাদিগকে এক বার বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিব এই যে, স্বাবলম্বন দ্বারা স্বদেশের বা স্বজাতির কিছু গৌরব কর আছে কি না? যদি থাকে তাহা স্থির চিত্তে শুনিবেন কি? আমি আবার অনুরোধ করি যে নব্য-বঙ্গ অন্য—সঞ্চিত আনার্চ্চনার সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ কিযৎকাল স্বদেশের

চতুর্দ্দিক একবার পর্য্যবেক্ষণ করুন! এবং তাহা হইলেই নিন্দুকের নিন্দা মুখ বন্ধ করিবে।

মানব কৃতসাধ্যে কদাচিৎ মাত্র নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা হয়, তাহাও রূপান্তর মাত্র, যদি মার্জ্জার শিশুকে মনুষ্য যত্নে কদাপি শার্দ্দুল রূপে দেখিতে পাইতাম তবে বলিতাম যে আহার ব্যায়ামাদির বলে বাঙ্গালি জাতি বলীয়ান হইবে। বস্তুতঃ জাতি সাধারণ বা সমাজস্থ সমস্ত ব্যক্তি কদাপি অমানুসিক বলবান হয় না; সত্য বটে হিন্দুস্থানী ও শিখ জাতি পুরুষ পরম্পরা দৈহিক বলবত্তা প্রদর্শণ করিয়া থাকে কিন্তু আমি সেই সাধারণ সামর্থ্য লইয়া মসী লেখনী ক্ষয় করিতে বসি নাই। বঙ্গবীর চরিতে প্রকৃত বীরবত্তার সত্তা উপলব্ধি করাইব; স্বাভাবিক জন্ম গ্রহণ ও জীবন ধারণ করিয়া অলৌকীক বাহুবল সম্পন্ন হওয়া চাহি। প্রস্তাবিত জীবন চরিতে অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমানে স্বজাতি কলঙ্কাপ-নোদনের চেষ্টা পাইব। কৃতকার্য্যতা চিন্তাশীল ও গুণগ্রাহীর মুখে, ফলতঃ তদর্থে মহাআশ্বস্থ হইয়া রহিলাম।

বড় অধিক দিনের কথা বলিতেছি না আজি ত্রিংশৎ বর্ষ মাত্র রাম দাস বাবু বীর লোক গমন করিয়াছেন, এমন কি তাহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র রাম কমল (তিনু বাবু) স্বহস্তে কতি প্রকাণ্ড ২ ব্যাঘ্র শীকার করিয়া পিতৃ খ্যাতির অনেক সম্মান রক্ষা করিতেছেন রামকমলের বয়ক্রম ত্রিশ বর্ষের কিঞ্চিৎ অধিক। আমরা আশীর্ব্বাদ করি সুবিনীত তিনুবাবু ক্রমে তাবৎ পিতৃ গুণ গ্রহণ করিয়া এক জন "বঙ্গ বীর" মধ্যে পরিগণিত হউন।

এ স্থলে ইহাও উল্লেখ প্রয়োজন যে প্রস্তাবিত রাম দাস বাবুর পিতামহ যে রূপেই হউক রাশি রাশি অর্থাদি সঞ্চয় করিয়া প্রদেশীয় এক জন প্রথম শ্রেণীর ধনাঢ্য বলিয়া গণ্য হন। এবং তৎপুত্র রাম মোহন বাবু স্বীয় অসাধারণ সাধুতা বলে তাঁহাদের কুল উজ্জল করিয়া ছিলেন. এমন কি, দুই একটী বৃদ্ধের মুখে এখনও শুনিতে পাই যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রকাশক রাজা রাম মোহন রায় যে রূপ বিবিধ সদ্‌গুণ বিভূষিত হইয়া স্বকীয় উচ্চ লক্ষ্য সাধারণ জন সমাজে প্রচার করতঃ জগতের স্থিতি কাল পর্য্যন্ত অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, তেমনি নাটোয়ারীর রাম মোহন বাবুও নিজের ধর্ম্ম ভাব, স্বপ্রচারিত রামায়ণ; রাম সীতা আদির বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের অবধি কাল পর্য্যন্ত আপনার নাম অবিচ্ছিন্ন রাখিবার উপায় করিয়াছেন। আমরা সময়ান্তরে এই বিগ্রহ সমন্ধে দুই একটা কথা বলিতে বাধ্য হইব। এক্ষণে প্রকৃত পথ অনুসরণ করি, ফলতঃ জীবনচরিতে, সাময়িক অনেক বিষয়ের অবতারণার উপযোগীতা আছে বিশেষতঃ আমরা গৌণ উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত, সদভিপ্রেত প্রসূত অনেক প্রাচীন প্রথার অনুমোদন করিব, ইহাতে সমাজ বিশেষে নিন্দিত হইতে হয় সাধ্য কি আর?
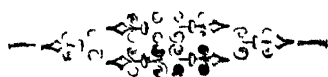
রামদাস বাবু।

বঙ্গাব্দা ১২২৩ সালের বৈশাখ মাসের পঞ্চদশ দিবস রাত্রেরাম দাস ভূমিষ্ঠ হন, রাম মোহন বাবুই তৎ কালে গণ্য মান্য জমিদার, সুতরাং তদ্‌বংশে এক মাত্র পুত্র রাম দাসের জন্ম অতি উপযুক্তই হইয়াছিল।

যেই রাম দাসের জন্ম বার্ত্তা পিতার কর্ণে প্রবেশ করিল তিনি অমনি গভীর চিন্তা মগ্ন হইয়া সর্ব্ব প্রথমে নিঃশব্দে রাম সীতা ঠাকুর বাটী গমন করিলেন এবং সেই অসময়ে বিগ্রহের দ্বার উন্মোচন করাইয়া এক দৃষ্টে অভীষ্ট দেব সন্দর্শন করতঃ হাস্য মুখে পূর্ব্ব স্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, পারিপার্শ্বিক গণ ইহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে তিনি গম্ভীর ভাবে উত্তর করেন যে "যাঁহার প্রসাদে আমার সমস্তই অগ্রে তাহার প্রসন্ন মুখ দর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করা উচিত" অনন্তর রামদাসের জন্ম বার্ত্তা গ্রামময় প্রচারিত হইয়া প্রজা সাধারণমধ্যে কোলাহল উঠিল। শুনিতে পাই এতদুপলক্ষে ঘাটে পথে কয়েক দিন মিষ্টান্নাদি ছড়া ছড়ি হয়, এবং দূর স্থানাগত নানা বাদ্য ভাণ্ডেরও অবধি ছিল না।

পৃথিবীর মধ্যে সময়ে সময়ে যাহারা অমানুসিক ক্ষমতা লইয়া অবতীর্ণ হয়, তাঁহাদের জন্মের অনতি পূর্ব্বে বা পরে তৎপরিবারের অনেক মঙ্গল সূচনার কথা প্রায় শ্রবণ করা যায়, এবং জন্মের পর শুভা শুভ যাহা কিছু লৌকীক বা দৈব ঘটিলেই প্রাচীন প্রথা বলে তাহা নব প্রসূতের জন্ম নিব-

ষ্ঠান অনুকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। পুর্ব্ব রীতি—পরিপালক সমাজ ছাড়া আধুনিক নব গঠিত ভঙ্গ সমাজেরও এ সংস্কার অপরিবর্ত্ত ভাবে রহিয়াছে, যিনি যতই সুসংস্কার সম্পন্ন হউন সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ বহু সংখ্যক বঙ্গ মহিলার এ ভাব আজিও অপনীত হইয়া উঠে নাই, সুতরাং রামদাসের জন্মের পর তৎ পরিবারের কয়েক খণ্ড জমিদারি ক্রয় ও অনেক সম্পত্তি বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহাতে রামদাসের আরও সমাদর হইল, রামদাস অতি শিশুকাল হইতেই ভাবী ক্ষমতার পরিচয় দিল, ক্রমে শিশু কাল অতিক্রম করিয়া বাল্যকালে উপনীত অনন্তর দশ কর্ম্মানুসারে উপনয়নাদি সংস্কার মহাধুমে প্রদত্ত হইল। অন্নাসনের ঘটা দিগ্ বিদিগ প্রচার হইয়াছিল, এবং কুলদেবতার দাসস্বরূপ বিনীত নাম "রামদাস" পিতা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইল।

বাল্য কালে রামদাস ভোজন লোলুপ ছিলেন না কিন্তু সেই সময় হইতেই স্বভাবতঃ মল্লপ্রিয় ছিলেন। তাহার অধিকাংশ বাল্য ক্রীড়া পশ্চিম প্রদেশীয় বালকদিগের ন্যায় আচরিত হইত। তিনি উজ্বল শ্যামবর্ণ ও সুন্দর পুরুষ ছিলেন, সর্ব্বকলেবর সম্পূর্ণ; বলব্যঞ্জক, অথচ রুক্ষতা বর্জ্জিত, অতি শৈশব কাল হইতেই সেই এক সহাস্যভাব, সাবল্যের প্রতিরূপ স্বরূপ, যেন এরূপ আধারে তাদৃশ সরলতাই এক অসাধারণ গুণ, তাহাতে আবার অন্য সদ্‌গুণের অভাব ছিলনা। ফলতঃ একাধারে এতগুণ কখন কি বলিব ইহা ভাবিয়া আমরা অধীর ও উৎফুল্ল হই। গুণগ্রাহী হীন, জীবন চরিত আদি স্বরূপ বৃত্তান্ত লিখন জ্ঞান বিবর্জ্জিত বঙ্গদেশে জন্ম

বলিয়া এখনও পর্য্যন্ত রামদাসের রীতিমত জীবণী প্রচারিত ও আলোচিত হয না নতুবা বাঙ্গালি মাত্রেই রামদাসের নাম বিশিষ্ট রূপে পরিজ্ঞাত থাকিত, তথাপি এই লুপ্ত গৌরবদেশে প্রবাদের ন্যায নর নারী মুখে রামদাস বাবুর নাম শ্রুত হওয়া যায, দেশের অবস্থায ইহা অনল্প আহ্লাদের বিষয় নহে, বাস্তবিক বলিতে হৃদয উৎফুল্ল হইতেছে যে আমাদের একজন প্রতিবাসী সমগ্র বঙ্গভূমির গর্ব্বস্থলীয় হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহার জন্য আমরা গর্ব্বিত হই; যিনি সত্য সত্যই বাঙ্গালীর একটী অপবাদ বিমোচন করিয়াছেন, বঙ্গ ভূমির গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে, তাঁহার সেই বীর কীর্ত্তি ঘোষিত হওয়া উচিত, রামদাস বাবুর এমন কি কেহনাই যিনি তাহার পাষাণ প্রতিরূপ স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখেন? হায় অকৃতজ্ঞ সমাজ! কবে আমাদের এমন দিন উপস্থিত হইবে? এই বহুব্যয় সাধ্য কার্য্য নির্দ্ধন দেশে নাঘটিলেও রামদাস পুত্র তিনু বাবুকে আমরা অনুরোধ করি যে অন্ততঃ কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া স্বর্গীয় বীর পিতার কতিপয় রসায়ণ চিত্র সংগ্রহ করতঃ দেশহিতৈষি সমাজে বিতরণ করিয়া প্রকৃত পিতৃ শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করুণ!

এই রূপে রামদাস ক্রমে বাল্যকাল অতিক্রম করিতে করিতেই ব্যায়াম শিক্ষায় অনুরক্ত হইলেন, বঙ্গদেশের বড় লোকের ছেলের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন নানা বিধ দুগ্ধ পানাদি ও বিবিধ মিষ্টান্ন মাত্র ভোগী ছিলেন না। প্রত্যুত স্বদীয় পিতার নিয়োগানুসারে তিনি প্রাত্যহিক পান ভোজনের ন্যায় অগ্রে ব্যায়াম শিক্ষা-করিতেন, পল্লী ধনী সন্তানগণ প্রায় সকলেই

পিতামাতার অনৈতিক প্রশ্রয়ে অভিমত্ত হইয়া, অন্দর বাহিরে আবদার করিতে প্রবৃত্ত হয়, অগ্রে আত্ম দাসদাসী প্রভৃতি আশ্রিত জনকে কথায় কথায় প্রহার, যদৃচ্ছা কটু কাটব্য বাক্য প্রয়োগ, তৎকাল হতেই অভ্যস্থ হইতে থাকে এমন কি জীবনান্তেও সে স্বভাব ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই, আমাদের কথিত রামদাস পল্লী বাসী ধনী পিতামাতার একমাত্র আদরের সন্তান হইয়াও সেরূপ কুশিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই, তিনি এ সময়ে অধিকাংশ কাল দ্বার-বান আদি পশ্চিম দেশীয় বলবানদিগের সংশ্রবে থাকিতেন তাহাদের দৈনিক কুস্তী দৃষ্টে প্রথম প্রথম আমোদার্থে নিজে কুস্তী শিখিতেন, এক এক দিন. মল্লদিগের কোন এক পক্ষ আশ্রয় করিতেন, ইহাতে তাঁহার কত আনন্দ! বুদ্ধিমান রামমোহন বাবু এই অবস্থা বিদিত হওতঃ দুইজন বলিষ্ঠ পঞ্জাবী পালোয়ানকে শুদ্ধ পুত্রের ব্যায়াম শিক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন!! বর্ত্তমান ধনবানগণ দেখুন! নিজ নিজ প্রাণাধিক পুত্রগণকে আর দগ্ধ বা পক্ক কদলী ভোজন করা-ইয়া পরিচ্ছদের আধার কাষ্ঠ প্রতিমূর্ত্তি করিবেন না, উপ-স্থিত সদ্ দৃষ্টান্তে সর্ব্ব প্রথমে বালকের দৈহিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং তাহা হইলেই নিশ্চয় দেখিবেন যে মানসিক সকল আশার সাফল্য, প্রিয়তম পুত্রগণ সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া কীর্ত্তিমান হইলেই অন্যের আদর্শ হইবে, ইহাপেক্ষা সাংশারিক সুখ আর কি হইতে পারে? আজি পঞ্চাশত বর্ষ পরে, রামদাস ও রামমোহন বাবুর নাম কিজন্য আলোচিত হইতেছে? কিজন্য সমগ্র বঙ্গভূমি একমাত্র

পুত্র রামদাসের জন্মে আজি সমস্বরে বৈদেশীক চিত্তে অধি-
কার লাভ করিতেছে ? হায় ! আবার কতদিন পরে সর্ব্বাগ্রে
দেশীয় ধনবানগণ জাতীয় অভ্যুদয়ের মুলতত্ত্ব অবগত হই-
বেন ?

আমরা এইস্থলে দেশহিতৈষি সমাজে একটী নিবেদন
করিতেছি, এই আশা জনক জীবন বৃত্ত উপলক্ষে কোন কোন
স্থলে আমরা স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করিব, কারণ দুর্ব্বল ও
ভীরু বাঙ্গালির বীরজীবনাখ্যা এই প্রথম প্রচারিত হইতেছে,
ভরসা করি, আমাদের আন্তরিক অভিপ্রায়ের গূঢ় তাৎপর্য্য
বুদ্ধিমান মাত্রেই অনুধাবন করিবেন।

ক্রমে;এই ভাবে বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া রাম দাস
কিসোর বয়সে পদার্পণ করিলেন এবং সেই সময় হইতেই
তাঁহার অসাধারণ বলশালীত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতে
লাগিল। এই সময়ে সমবয়স্ক মণ্ডলীতে তিনি অধিনেতা
হইয়া বাল্য ক্রীড়া সম্পাদন করিতেন। দিন দিন তাঁহার অবয়বে
বীর ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল কিন্তু ধন বান পুত্র বলিয়া
তাঁহার বাহুবলের কার্য্য বা পরীক্ষা প্রকাশ হইতনা। যদি দেশীয়
বড়লোক গণ সেরূপ অভিমান ত্যাগ করিতে পারিতেন, যদি
আশানুরূপ সৈন্য দলে তাঁহাদের প্রবেশাধিকার থাকিত।
যদি শস্ত্রাদি শিক্ষাক্ষেত্রে এই সমস্ত যুবক প্রবিষ্ট হইতে
পাইতেন তবে না জানি এই হতভাগ্য দেশে কত ভীষ্ম ভীমা
র্জ্জুন, কত নেপোলিয়ান, আলেকজাণ্ডার আবির্ভাব হইয়া
স্বীয় স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করতঃ ধরাতলে অতুল কীর্ত্তি
সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইতেন এবং তাহা হইলে বিদেশীয়

মণ্ডলীতে আমরা এতাদৃশ ঘৃণিত অপদস্থ হইয়া শৃগালের ন্যায় অবস্থিতি করিতাম না ; ইহা নিশ্চিত বলাযায়।

দিন দিন রামদাস কিসোর বয়স অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পন করিলেন, ক্রমে মানসিক বৃত্তি সকল শনৈঃ স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। তিনি যেরূপ বাহুবল সম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে অর্থাভাব ছিল না, এরূপ অবস্থায় ধনি সন্তানগণ অনিবার্য্য ইন্দ্রিয় দাস হইয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন কলঙ্কিত করিয়া থাকে, হয়তো অকিঞ্চিৎ কর রিপু চরিতার্থ কামনায় সেচ্ছা চারী হইয়া বীভৎস্য পীড়া সকলে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। আজীবন শুদ্ধ নিজেই যে পীড়ার কষ্ট ভোগ করেন তাহা নহে। প্রথমে পত্নী, অনন্তর পুত্রাদিকেও অনন্ত কালের নিমিত্ত কুৎসিৎ রোগ প্রদান করেন। এমন কি পুরুষ পরম্পরা ক্রমে তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়না, হিতৈষি মাত্রেই এই শোচনীয় ঘটনা চিন্তা করিয়া আমাদের জাতীয় হতাশেরই ভাব কল্পনা করিবেন, সমাজ হিতেচ্ছু এই ভয়াবহ উচ্ছেদক ভাব অপনোদনের অগ্রে যত্ন করিবেন।

এই সময়ে রামদাস বাবু বয়স্যদিগের সহিত কৌতুক করিতে করিতে বহির্বাটিস্থ একটী জলপূর্ণ পিত্তল নির্ম্মিত জালা দুই হস্তে তুলিয়া অনেক ক্ষণ ধরিয়া রহিলেন !! আমরা জানি ঐ পিতল জল পাত্র আট মন ভারী !! এই হইতেই তাঁহার অসাধারণ বাহুবলের প্রকৃষ্ট পরীক্ষা সাধারণ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল।

এক সময়ে ভাগীরথীর দুর্দ্দমণীয় কুলভঙ্গের প্রভাবে যৎ কালে রাম সীতার বৃহৎ অট্টালিকার কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া গঙ্গা-

গর্ভে নিপতিত হইল। তখন রামমোহন বাবু প্রভুত ভার সম্পন্ন বিগ্রহগুলি পাছে শূদ্রস্পৃষ্ট হয় এই ভাবনায় একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। শুনিতে পাই রামদাসবাবু তৎশ্রবণে অতি অল্প কাল মধ্যে সমস্ত দেব মূর্ত্তি ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে, পরে বহুদূরে প্রতিস্থাপিত করিয়াছিলেন! এই ধাতুময় মূর্ত্তি গুলি কোনটীই দশ মনের নিচে নহে লক্ষ্মণের প্রতিরূপ ত্রয়োদশ মন ভারবিশিষ্ট। অহো! সত্য সত্যই কি রামদাস ভারতোক্ত সপ্তরথীর বল ধারণ করিতেন? এই অদ্ভুত কার্য্যাবলোকনে তাবৎ লোক বিস্মিত হইয়াছিল, লেখা অতিরিক্ত মাত্র। আমরা অনুসঙ্গ ক্রমে এস্থলে মাটীয়ারী গ্রামের রাম সীতাদি বিগ্রহের কিঞ্চিৎ বিবরণ বলিতে বাধ্য হইলাম, মাটীয়ারী যদিও নদীয়া জেলার অন্তর্গত তথাপি বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া ডাঁইহাটের মধ্যবর্ত্তী দুই মাইলের মধ্যে গঙ্গার পূর্ব্ব পারে অবস্থিত। এই অস্ট ধাতুময় পুরাণোক্ত দেবমূর্ত্তি গুলি যে প্রণালীতে নির্ম্মিত ও রক্ষিত হইয়াছে; ঐ সুঠাম মূর্ত্তি বিলোকন করিলেই বঙ্গ শিল্প নৈপুন্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, রাম চন্দ্রের অনুপম মুখশ্রী নয়ন ভঙ্গিমা মনোযোগ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলেই যেন তদ্ দৃষ্টিতে জীবিত দৃষ্টি প্রতীয়মান হয়। আধুনিক নব্যদলের কেমন বিচিত্র চিত্তভাব যে তাঁহারা প্রাচীন কার্য্যের নাম শ্রবণ মাত্রেই "আলের কপাট" ভাবিয়া উচ্চহাস্য করিয়া থাকেন। অনেকে গ্রীক ও ইটালীর ভাস্কর্য্যের শত মুখে প্রসংশা করিবেন। বৈদেশিক নির্ম্মিত আসন বা ভোজন পাত্রাদি দেখিয়া একে বারে বিমোহিত

হইবেন। কিন্তু হায়! তাঁহাদের স্বদেশবাসী এসম্বন্ধে কি কৌশল করিয়া গিয়াছেন, ভ্রমেও তাহা চিন্তা করেন না। স্বদেশ বিদ্বেষির নিকট অনুরোধ উপরোধ বৃথা, পরচর্য্যায় বাঙ্গালির মন একেবারে পরানুরাগী হইয়া পড়িয়াছে, আত্ম হিত কথায় কে কর্ণপাতকরে? আত্মাদর বা আত্মগৌরব কি স্বাবলম্বন বা স্বাধীন চিন্তা ব্যতীত কোন্‌জাতি জগতিতলে জাতীয় কীর্ত্তি রাখিতে সমর্থ হইয়াছে? পরন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে মেটীয়ারির প্রাগুক্ত রাম সীতার তুল্যনির্ম্মাণ বঙ্গে অতুল্য, সীতা ও লক্ষ্মণের লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি লোকবিশ্রুত, আমরা স্বচক্ষে তত্তুল্য প্রতি মূর্ত্তি কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর করি নাই।

একদিন রামদাসবাবু বান্ধব মিলিত হইয়া গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন, সমবয়স্কমণ্ডলীতে সন্তরণাদি জল ক্রীড়া চলিতেছে, সেই সময়ে একখানি পাইল বিশিষ্ট উজান নৌকা কাটোয়াভিমুখে যাইতেছিল, তাহা মেটীরির ধারদিয়া যাওয়ায় সন্তরণের ব্যাঘাত আশঙ্কায় বন্ধুবর্গের ইঙ্গিতে রামদাস বাবু একাকী সেই বৃহৎ নৌকার তাদৃশ প্রবলগতি অনেকক্ষণ প্রতিরোধ করিয়া রহিলেন! কি আশ্চর্য্য বাহুবল!!

এক সময়ে রামদাস বাবু কাটোয়া সমীপ বনয়ারী আবাদ (সোনারুন্দী?) রায় দানেশমন্দের রাজবাটীতে গমন করেন, কতিপয় সম্মানিত ব্যক্তির উপরোধে কৌতুক দর্শাইবার মানসে রাজবাটীর একটা প্রকাণ্ড হস্তী আনীত হইল। সেই হস্তীর শুণ্ড ধরিয়া রামদাস বাবু প্রথমে এরূপ বলে নিষ্পেষণ করেন যে দন্তীরাজ মর্ম্ম

পীড়ায় অধীর হইয়া ভীতি চিৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই রামদাস বাবুর হস্ত শুণ্ড স্খলিত হইল না। যখন তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক শুণ্ড ত্যাগ করিলেন তখন করিবর দুই তিন ঘটিকা কাল সমস্ত গ্রাম বৃংহতি নাদে পরিপূর্ণ করিয়াছিল ! কি অলৌকিক বলবত্তা !!

অনন্তর বাহিরে এই হস্তীযুদ্ধ হওয়ায় অন্তঃপুর রাণীগণ রামদাস বাবুকে এক বার দেখিতে চাহিলেন। তাহাতে অন্দরের উপর ঘরে রাত্রী আহারের বন্দোবস্ত হয়, যথাসময়ে রামদাস বাবু আহারে বসিয়াছেন, রাণীরা অন্তরাল হইতে বীরাবতার অবলোকনে কানা কানি করিতে লাগিল। কেহ স্ত্রীস্বভাবসুলভ অনুচ্চে বলিল "হাতীর সহিত লড়াই করিলে কি হয় ? কই দালান কোটা ভাঙ্গুন দেখি ? তবে আমরা বুঝি !" ইহা রামদাস বাবুর কর্ণে পৌছুঁছিল। আহারান্তে নীচে নামিবার সময় সিঁড়ির খিলানের উপর একটী পদের বল দর্পিত ভরদ্বারা সঙ্গে সঙ্গে তাহা ভগ্ন করিয়া যান। এই খিলান অকস্মাৎ ভঙ্গ শব্দে সকলে ভীত হইয়া স্তম্ভিতপ্রায় হইল !!

এস্থলে উল্লেখ প্রয়োজন যে রামদাস বাবুর শরীর বীরাবয়বের সৌসাদৃশ্য স্থূলতার জন্য তিনি কখন পাল্কিতে চড়িতে পান নাই। পাল্কীর ক্ষুদ্র দ্বারে তদ্দেহ প্রবিষ্ট হইত না, তজ্জন্য-প্রায় তিনি জলপথে যাতায়াত করিতেন। স্থলপথে তদ্দেহ বহন শীল অশ্বাভাবে অশ্বারোহণের ন্যায় গজারোহণে ভ্রমণ করিতেন।

এই রূপে রামদাসবাবু পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইলে প্রদেশ

মধ্যে " বীরাবতার " বলিয়া আখ্যাত হইতে লাগিলেন, বঙ্গের কুলবধূগণ পর্য্যন্ত তাঁহার বীরত্বের কাহিনী কহিতে ও শুনিতে লাগিল, বালকেরাও মৃন্ময় মূর্ত্তি গড়িয়া তাহার নাম " রামদাস বাবু " রাখিল, কি গৌরব ময় জীবন ॥

এই সময়ে বীরাবতার রামদাস বাবুর পরিণয় কার্য্য বীরাচারে সম্পন্ন হইয়াছিল। নদীয়া জেলার অগ্রদ্বীপ গ্রামে তাঁহার বিবাহ হয়। আহ্লাদের বিষয় অদ্যাপিও সেই বীর পত্নি জীবিতা রহিয়াছেন। মাটীয়ারী, অগ্রদ্বীপ দুই ক্রোশ ব্যবধান, ইহার মধ্যে কুত্রাপিও জনস্রোতের বিচ্ছেদ হয় নাই, অবিরত বিবাহ সমারোহ; বহু সংখ্যক বাহক পৃষ্ঠে রজত সুখাসনোপরি সজ্জীভূত রামদাসকে সমাসীন দৃষ্টে দর্শক মাত্রেরই মনে অতুল আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। শুনা গিয়াছে বিবাহান্তে বাসর গৃহে অসংখ্য কুল মহিলা সমীপে তিনি সময়োচিত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহাতে রামদাস বাবুর খ্যাতির সীমাছিল না

বিবাহের কয়েক বৎসর পরে রামরাম বাবু ভূমিষ্ট হন, মধ্যে আরও কয়টী পুত্র কন্যা জন্মিয়াছিল কিন্তু তাহারা অকালেই কালকবলে নিপতিত হয়, অবশেষে অনেক দৈব অনুষ্ঠানের পর কনিষ্ঠ পুত্র রামকমল ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন, এই কারণেই রামকমলের অপর নাম " তিনু বাবু" । পত্নী সম্বন্ধীয় বিবিধ বীরত্ব প্রকাশক কিম্বদন্তী চলিত আছে, তত্তাবৎ বাহুল্যাদি কারণে পরিত্যক্ত হইল, ফলতঃ রামদাস বাবু সম্বন্ধে সকল জনবাদ প্রায় সত্য মূলক কেন না, অতি অল্প দিনমাত্র হইলতিনি এই সকল কার্য্য করেন। এই সময়ে একজন

পঞ্জাবী পালোয়ান রামদাস বাবুর তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত হয় একদা পঞ্জাবীর বাহুবল পরীক্ষার্থ তিনি হস্ত নিপীড়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে সেই বলবানের হস্তের অস্থি একেবারে ভগ্ন হইয়া যায় ; এবং তদবধিই তাহার বাঙ্গালার ভাত—সীকায় উঠিয়াছিল !!

আমরা শুনিয়াছি বন্দুকাদি আগ্নেয়াস্ত্র চালনায় রামদাস বাবু বিলক্ষণ সুনিপুন ছিলেন। একদা সেওড়াফুলীর জমিদার (নারায়ণপুররাজ) যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় ও তাঁহার একজন শীকারী মুশলমান ভৃত্য সহ তিনজনে শীকারে বহির্গত হন, তাহাতে আমাদের রামদাস বাবুই তদুভয়কে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করিয়াছিলেন।

একবার বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজা প্রতাপচন্দ্র বাহাদুরের সহিত সাক্ষাতার্থ রামদাস বাবু গমন করেন। অন্যান্য কথোপকথন চলিতেছে বর্দ্ধমান রাজ রামদাস বাবুর লোক বিশ্রুত বাহু বলের পরীক্ষার্থ নিকটস্থ শীষক নিৰ্ম্মিত কুক্কুর প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন যে, "এই কুক্কুরটী অত্যন্ত ভারী, যাহা আমার বয়স্য কীৰ্ত্তি বাবু ব্যতীত কেহই তুলিতে পারেন নাই" রামদাস বাবু মহারাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া আসনোপরি উপবিষ্টাবস্থায় অবলীলাক্রমে বাম হস্তে সেই শীষক কুক্কুর উত্তোলন করিয়া ধরিয়া রহিলেন !! রাজা অপ্রতিভ হইয়া হাস্য করিতে করিতে শীষক কুক্কুর নামাইতে বলিলেন। শুনিতে পাই সেই কুক্কুরটী সাতমোন শিষক নিৰ্ম্মিত !!

আর একদিন বর্ষা কালে গঙ্গাস্নানে গিয়া স্নান করিতে-

ছেন, এমন সময় বৃষ্টি আসিয়া ভৃত্য হস্তস্থ বস্ত্রাদি ভিজিবার উপক্রম হওয়ায় নিকটস্থ একখানি জেলোডিঙ্গী তুলিয়া ভৃত্য সহ ছত্রতলে বাসের ন্যায় বৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত থাকিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই চমৎকৃত হইয়াছিল।

রামদাস বাবু মধ্যে মধ্যে ভ্রমণার্থ কলিকাতা আসিতেন মৃত সাতুবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা লাটু বাবু তাঁহার অকৃত্রিম মিত্র ছিলেন; তিনি কলিকাতায় প্রায় তাঁহারই সহবাসে থাকিতেন, একদা বল বিষয়ক কথোপকথন ও তৎসূত্রে আমোদ করিতে করিতে লাটুবাবুর খরচালিত ঘুড়িগাড়ির বেগ দুই হস্তে প্রতিরোধ করিয়া ছিলেন। তাহাতে কলিকাতা অঞ্চলে তাঁহার অসাধারণ বলবত্তা প্রচারিত হয়। এক দিন লাটু বাবুর ঘুড়ি গাড়ীতে উভয়ে উইলিয়ম দুর্গে প্রবেশ করেন, বলবানের সর্ব্বত্র জয় জয়!! রামদাস বাবুর মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া কয়জন গোরা তাঁহাদের গাড়ির সমীপস্থ হইল, একজন দৃপ্ত সৈনিক কাল মূর্ত্তিতে বীরভাব দেখিয়া বল পরীক্ষার্থ হস্ত প্রসারণ করিল, রামদাস বাবুও গাড়িতে বসিয়া হাত দিলেন, বিদেশী অগ্রেই বল প্রয়োগ করায় তিনি এরূপ স্ববলে কর নিপীড়ন করেন যে, গৌরাঙ্গ ঘন ঘন পরিত্রাহী ডাকিয়াছিল। অনন্তর লাটুবাবুর গাড়ি দ্রুতচালিত হইয়া আসিল। শুনিতে পাই কতিপয় সৈনিক তৎপ্রতিশোধার্থ গাড়ির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সাতুবাবুর বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়।

আর একসময়ে বড়দিনপর্ব্বে রামদাস বাবু ও কয়জন বন্ধু বান্ধব পৃথক পৃথক গাড়িতে গড়ের মধ্যে যান, বড়দি-

নের আমোদে সকলেই লিপ্ত ছিল, এক স্থানে তাহাদের কৌতুক দর্শন নিমিত্ত রামদাস বাবু সবান্ধবে গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন, এদিকে তাঁহারা অসাধারণ বীরাবয়ব দৃষ্টে একে একে দুর্গ বাসী মাত্রেই তৎ সমীপে উপস্থিত হইল, দুর্গস্থ সমস্ত সৈনিক রামদাস বাবুকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। তাহারা বড় দিনের আমোদ করিবে কি ? এই এক অভিনব আমোদে যোগ দিল। ক্রমে ক্রমে প্রধান প্রধান সৈনিক ও সেনাপতিগণ আসিয়া হিন্দীতে রামদাস বাবুকে প্রীতি সম্ভাষণ করিতে লাগিল, কেহ কেহ কৌতুহল প্রদীপ্ত হওতঃ তাঁহার গাত্র স্পর্শাদিতে বল পরীক্ষায় নিযুক্ত হইল, সকলের এই রূপ আগ্রহ দেখিয়া রামদাস বাবু দক্ষিণ হস্তের একটী অঙ্গুলী বক্র করিলেন, কিন্তু তজ্জন্য সকলের বল প্রয়োগ বৃথা হইল, কেহই বক্র তর্জ্জুনী সোজা করিতে পারিল না। এই সকল গতিক দৃষ্টে এক জন সেনাপতি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া রামদাস বাবুকে সমর সম্বন্ধীয় কোন উচ্চ কর্ম্ম দিবার প্রস্তাব করিল, পরিশেষে অবস্থা শ্রবণে আহ্লাদ চিত্তে তদনুরোধে নিবৃত্ত হয়, পরন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে রামদাস বাবুর সম্মানের ইয়ত্তা ছিল না। এমনকি বহির্গমন কালে অনেকে কেল্লার বাহির ফটক্ পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাদ্‌গমন করিয়াছিল! জীবিত ভীরু দুর্ব্বলগণ দেখ !

কোন সমারোহ ক্ষেত্রে রামদাস বাবু লোকারণ্য মধ্যে থাকিলেও বনমধ্যে দেবতরু বা ঐরাবত বৃক্ষের ন্যায় সকলের নেত্রগোচর হইতেন। এক সময়ে আড়া আড়ি সূত্রে দাঁইহাট বাসীদিগের সহিত মাটীয়ারী গ্রামের বারইয়ারি

পূজার দলাদলী হয়; তাহাতে উভয় পক্ষ পরস্পর বিদ্রু-পাত্মক প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণে শ্লেষ করিত। একবার মাটীয়ারির পূজায় নহবত প্রস্তুত জন্য চারিটী অত্যুচ্চ আস্ত তালগাছ আনীত হয়। মঞ্চ নির্ম্মাতাদিগের অসাবধানতায় একটী তালগাছ এক হস্ত অধিক প্রোথিত হওয়ায় উপরের সমানতা সাধিত হয় নাই, অনেক লোক সেই তালগাছ লইয়া টানা-টানি করিল, কিছুতেই সুবিধা করিতে পারিল না। রামদাস বাবু দূর হইতে মজুরদিগের সেই দুর্দ্দশাবলোকনে দয়ার্দ্র চিত্তে, তৎক্ষেত্রে সমাগত হইলেন। শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, রামদাস বাবু একেবারে অভিমান শূন্য হইয়া প্রজাদি-গের অসাধ্য কার্য্যের সহায়তা করিতে চাহিলেন! তাহার নির্দ্দেশে শ্রমজীবিগণ অন্তর হইল, অনন্তর আজ্ঞা ক্রমে তদীয় বক্ষঃস্থলে কয়েকখণ্ড বৃহৎ বস্ত্র জড়িত হইলে তিনি অবলীলা ক্রমে সেই বহুজন অসাধ্য তাল বৃক্ষকে অনেকক্ষণ তুলিয়া রাখিলেন। এদিকে অন্যান্য লোকে গর্ত্তে মৃত্তিকা দিয়া নহবত মঞ্চ সমশির করিয়া দিল! ওঃ কি ভীম পরাক্রম !!

আর এক দিন স্নান কালে নদীগর্ভ প্রোথিত একখানি বৃহৎ নৌকা বহু সংখ্যক লোকে উপকূলে উঠাইবার চেষ্টা করিতেছিল—তাহারা নানা উপায়ে অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারিতেছিলনা দেখিয়া রামদাস বাবু অর্দ্ধ স্নান রাখিয়া সেই নৌকার নিকটে গেলেন এবং উপস্থিত সকলকে এক দিক ধরিতে বলিয়া নিজে প্রোথিত দিকে ধরিয়া ক্ষণমধ্যে তাহা তুলিয়াছিলেন !! এ সকল অমানুষিক বাহুবলের কার্য্য নয়তো কি ?

অনেকে এই সকল অলৌকিক বলবত্তার কথা পাঠ করিয়া ভাবিতে পারেন যে, বুঝি রামদাস বাবু শুদ্ধ আসুরিক বাহুবলেই বলীয়ান ছিলেন, তাঁহার দৈহিক বৃহদাকৃতির সহিত বুদ্ধি বৃত্তিও তাদৃশ সম্পন্ন ছিল, কিন্তু তাহা নহে। আমরা নিরবচ্ছিন্ন আত্মগৌরবান্ধ হইয়াই একটী বীরের জীবন কথা বলিতে আসি নাই কিম্বা কোনরূপ প্রত্যাশাপন্ন হইয়া কতকগুলি অলীক বাদ স্বকল্পনায় লিপি করিতেছি না। প্রত্যুতঃ রামদাসের সমসাময়িক ও বন্ধুবর্গের মধ্যে অনেকেই জীবিত, তাহাদের মুখে শুনিতেছি যে রামদাস বাবু একজন প্রতিভাশালী বাকপটু ধনিসন্তান. তিনি স্বতঃ প্রশান্তচিত্ত ও বিনীত, এবং অসম্ভবনীয় সচ্চরিত্র, তাঁহার গুণের ইয়ত্ত্বা ছিল না।

এই সকলের সহিত তাঁহার বিষয় বুদ্ধিও নিতান্ত হীন-ছিল না। মাটীয়ারী প্রভৃতি তাঁহাদের নিজ জমীদারী। এক সময়ে গঙ্গাতীরোপরি বিস্তৃত প্রান্তরে তিনি একলক্ষ বাবলা গাছ রোপিত করাইয়াছিলেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন যে “কালে এই বাবলাগাছ লক্ষ টাকার সম্পত্তি হইবে” বস্তুতঃ সেকথা মিথ্যা নহে—দুঃখের বিষয় এই যে একদেশ বিপ্লাবনী গঙ্গানদী দুর্ভাগ্য মাটীয়ারী বাসীদিগকে পুনঃ পুনঃ ক্ষতি গ্রস্থ করিতেছিলেন। জন্মভূমির এমনি দুচ্ছেদ্য মায়া যে, গ্রাম বাসীগণ পুনঃ পুনঃ মাটীয়ারীর নূতন পত্তন করিয়া রাশি রাশি অর্থ বিনষ্ট করিয়াছে। এক্ষণে দেখিতেছি কয়েক বৎসর হইতে গঙ্গাদেবী মাটীয়ারীর প্রতি অনুকূলা হইয়াছেন, তাহাতে গ্রামবাসীগণের কত আনন্দ !!

রামদাস বাবু প্রচুর পরিমাণে নিত্য আহার করিতেন, খাদ্য সামগ্রীর তাদৃশ পারিপাট্য ছিল না বটে কিন্তু প্রতিদিন পাঁচ ছয় বার খাইতেন, প্রভাতে নিযমিত ব্যায়ামাদির পর পূর্ণ এক কলশী জলের চিনির সরবৎ পান করিতেন। প্রতি দিন পনর ষোল সের খাইতেন। ভাত্ অপেক্ষা রুটী লুচী প্রভৃতি গোধুম ও ঘৃতজাত দ্রব্য ভোজন করিতে ভাল বাসিতেন। জল খাবারের ঘটা বড় বড় নৈবিদ্যের ন্যায় লক্ষিত হইত, কোথাও নিমন্ত্রণে গেলে অনেক অধিক খাইতে পারিতেন, কোন সময়ে শরীর অসুস্থ হওযায় উপবাসের পর বৈদ্য যে দিন ফুল বাতাসা খাইযা জলপান ও বেগুন পোড়া পথ্য ব্যবস্থা করেন, রামদাস বাবুর খাদ্য সম্বন্ধে সচ্ছলতা জানিয়াই কবিরাজ মহাশয়, একখণ্ড বাতাসা ও কিঞ্চিৎ মাত্র বার্ত্তাকু দগ্ধ খাইতে পুনঃ পুনঃ বলিয়া যান, কিন্তু তৎপর দিন বৈদ্যরাজ শুনিতে পাইলেন যে রামদাস বাবু মদককে গৃহে ডাকাইয়া পাঁচ সের পরিমিত চিনির বাতসা এক খণ্ড ও ত্রিংশৎ সংখ্যা বৃহৎ বার্ত্তাকু দগ্ধ ভোজনে কবিরাজোক্ত “কিঞ্চিৎ” শব্দের সম্মান রক্ষা করিযাছিলেন। কিন্তু সেই স্বেচ্ছাহার তদীয প্রবল অগ্নিতে কোথায ভস্মীভূত হইযাছিল !!

এখন শিক্ষিত অশিক্ষিত মাত্রেরই অজীর্ণ জনিত পীড়া শুনিতে পাই। নিয়ত দুশ্চিন্তায বক্ষঃস্থলের পীড়া, শিরঃপীড়া ও নেত্রপীড়ার আধিক্য, এবং আরও কতরূপ গুপ্ত ও প্রকাশ্য পীড়া শুনা যায, এখানে সে সকল উল্লেখের প্রয়োজনাভাব। অধিকাংশ মানবের চিত্তের মলিনতায় উৎকটব্যাধি সঞ্চার, তজ্জনিত অকাল মৃত্যু ঘটনা। বিশেষতঃ বিষপান সদৃশ
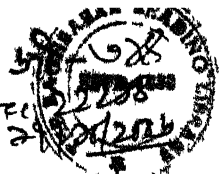
পান দোষ ও মাদক সেবনে স্বাস্থ্যরক্ষার বাধা জন্মাই-তেছে। প্রস্তাবিত রামদাসের সময়ে পল্লীগ্রামে "স্বাস্থ্য" শব্দ বড় কেহ আন্দোলন করিত না। শুদ্ধ "স্বাস্থ্য" "স্বাস্থ্য" শব্দ মুখে বলিয়া ত্রিলোক কাঁপাইলে কি হইবে? কেবল পরিচ্ছদ পারিপাট্যে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না!!

পূর্ব্বে বলিয়াছি রামদাস বাবু বিনীত ও বাকপটু ছিলেন, কোন সমবেত স্থলে তিনিই প্রায় বক্তার আসন গ্রহণ করি-তেন, বাল্য বন্ধুগণের সহিত তাঁহার আজীবন সহৃদয়তা ছিল, কোন অভিমান ছিল না, কপটতা বা কৃত্রিমতা তিনি একেবারে জানিতেন না। রামদাস সর্ব্বত্র গতিবিধি করিতেন। যে কেহ তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন, তিনি বিনা আপ-ত্তিতে ও বিনা আড়ম্বরে তাঁহার বাটীতে গমন করতঃ আমোদ আহ্লাদ করিয়া আসিয়াছেন, কি আশ্চর্য্যের বিষয়! রামদাস বাবু সামান্যরূপ পাঠশালায় শিক্ষা পান মাত্র, পিতার নির্দ্দেশে কিয়দ্দিবস মাত্র একজন শাস্ত্র ব্যবসায়ী অধ্যাপক সমীপে ব্যাকরণাদি কিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এসময়ে তৎপ্রদেশে অন্যবিধ বিশেষ শিক্ষার তাদৃশ উপায় ছিল না। কিন্তু অ[illegible] সামান্য শিক্ষাতেই তাঁহার বিশেষ ফল হইয়াছিল, অধিকন্তু তিনি পাখোয়াজ আদি বাদ্য বাদনে সমধিক পটুতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার বয়স্যমণ্ডলী গীত বাদ্য সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করিতেন, রামদাস বাবু বন্দ্যোপাধিক উচ্চ কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু অন্য ব্রাহ্মণ বা শূদ্র বান্ধব-দিগের সহিত এক ব্যবহারে চলিতেন, এখনও তাঁহার অনেক সহচর জীবিত, তাঁহাদের মুখেই অনেক কথা শুনিয়া লিখি

তেছি সুতরাং লিখিত বিষয়ের সত্যতার অমোঘ প্রমাণ বর্ত্ত-মান রহিয়াছে।

রামদাস বাবু স্বভাবতঃ স্থূল শরীরী ছিলেন। প্রথমতঃ স্থূলতা বলব্যঞ্জক হইয়া ক্রমে তাহাতেই তাঁহার অনিষ্টোৎপাত করিয়াছিল। নানা অসাবধানতায় শরীর ক্রমেই স্থূলতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল, এমন কি উত্থান শক্তি পর্য্যন্ত রহিত হইল, তদুপরি জ্বর পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন, এই সময়ে উদরের বলিত মাংশ মধ্যে একটী বৃহৎ বৃশ্চিক প্রবেশ করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, কয়েক দিন পরে তাহা দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। রামমোহন বাবু একমাত্র পুত্রের নানাবিধ স্বস্ত্যয়নাদি দৈব ক্রিয়া ও তৎকালোচিত বৈদ্য চিকীৎসা করাইলেন, একে পল্লীগ্রাম তাহাতে চিকিৎসা বিষয়ে তাদৃশ আস্থা বা সুবিধাছিল না সুতরাং রামদাস বাবুকে একরূপ অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হয়, এখন আক্ষেপ বৃথা, তিনি তাঁহার জীবিত সহচরদিগের সমবয়স্ক হইলেও আজিও তাঁহার অকালচরিত লিখিবার সময় হইত না, না জানি, রামদাসবাবু এত দিন কত অদ্ভূত বীরপণা দেখাইতেন।

রামদাস বাবু ১২২৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে জন্মগ্রহণ করিয়া ১২৬৩ অব্দের ভাদ্র মাসে চল্লিশ বর্ষ বয়ঃক্রমে জ্বর পীড়ায় লোকান্তর গমন করেন, বীরদিগের শেষ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও বিশ্ময়জনক, বস্তুগত্যা ইহা শোচনার কথা হইলেও এই বিবেক ও বীরভাবের খেদ জনক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না, অনন্তর দৈব বা লৌকিক কিছুতেই ফল হইল না, যৎকালে রামদাসের পীড়া সংশয় রামমোহন বাবু

অসাধারণ বিবেকীর ন্যায় প্রিয় পুত্রের চিতা সজ্জার আয়োজন করিয়াছিলেন, অন্যূন ত্রিংশৎ সুব্রাহ্মণ স্কন্ধে রামদাস বাহিত হইয়া গঙ্গাতীরস্থ হইলেন, শুদ্ধ চন্দন কাষ্ঠ মাত্রে ঘৃতাদি মূল্যবান পদার্থে বীর রামদাসের সংকার ক্রিয়া সমাহিত হইল!

উপসংহার কালে আমরা রামদাস বাবুর পিতা রামমোহন বাবুর অমানুষিক ধৈর্য্য ও বিবেক কথা লিখিয়া প্রথম বঙ্গ বীরের জীবনী শেষ করিব। এদিকে তো অন্ত্য দ্রব্যাদি সহ মহাধূমে বীর পুত্রকে জন্মেরমত বিদায় দিলেন, অনন্তর রাম সীতার ঠাকুর বাটীর প্রাঙ্গণে মূর্ত্তিমান ধৈর্য্যের ন্যায় উপবেশন করিলেন। কোন আত্ম বন্ধু সম্মুখে আসিতে সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। তিনি সাদরে আহ্বান করিয়া লইলেন। রামমোহন বাবু বিলাপ পরিতাপ করিবেন কি? তিনিই সকলকে ধৈর্য্য শিক্ষা দিলেন, নিয়মিত গায়কদিগকে স্বপ্রণীত রামায়ণ গান করিতে বলিতে লাগিলেন, উপস্থিত জনগণ অবাক্! কি অলৌকীক ধর্ম্মভাব! শুদ্ধ ইহাই নহে? প্রিয়পুত্র গতাসু হইলে তিনি বহু দিন জীবিত থাকিয়া অবিচলিত চিত্তে অনেক ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যান, এমন কি, এই জীবনী লেখকও স্বচক্ষে তাঁহার কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন!!

সত্য বটে রামদাস বাবুর সম্বন্ধে আমরা কোন চিরস্মরণীয় ঘটনা প্রকাশ করিতে পারিলাম না, তথাপি ইহা নিঃসংশয় রূপে বলা যাইতে পারে যে তিনি যেরূপ ভাবে জন্ম গ্রহণ করিয়া কিছুদিন মাত্র জীবিত ছিলেন, ইহাতে একথা

স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। যে এই হতভাগ্য বাঙ্গালির গৃহে, অদ্যাপিও সময়ে সময়ে অমানুষিক বলবান জন্মিয়া থাকেন, জিজ্ঞাসা করি তবে আর কলঙ্ক কিজন্য? কলঙ্ক বাঙ্গালি জাতির নহে! কলঙ্ক জীবিত আমাদের! এখন আমরা বলিতে পারি কি না?

" মিলে সবে ভারত সন্তান, একতান মন প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
" মিলে সবে ভারত সন্তান, একতান মন প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান?"
ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীবাটী চিত্তরঞ্জিনী সাহিত্যসভা।

(বান্ধব হইতে উদ্ধৃত।)

বঙ্গ ইতিহাসে, গায় যেন শতমুখে তবকীর্ত্তি।
লিখে রাখে বঙ্গভাষা অমর অক্ষরে, প্রতি ঘরে ঘরে।
বাঙ্গালির ঘরে ঘরে, অনন্ত কালের তরে, হয় যেন যশোগান
পরম আদরে, পুনর্ব্বার বঙ্গকবি আশীর্ব্বাদ করে।"

ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণবীরে, কে জানিত বৃকোদরে?
যদি ব্যাস না বর্ণিত গানে?।

প্রথম সংখ্যা সম্পূর্ণ।